



36755 - কেরবানীর পশুর শর্তাবলি

প্রশ্ন

আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে ও আমার সন্তানদের পক্ষ থেকে কেরবানী করার নিয়ত করছি। কেরবানী করার কবিশিষে কোন নিয়ম আছে? নাকি আমি যে কোন ছাগল দিয়ে কেরবানী করা সহি হব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কেরবানীর পশুর ক্ষেত্রে ৬ টি শর্ত রয়েছে:

এক:

‘আনআম’ শ্রণীর চতুষ্পদ জন্তু হওয়া। আনআম হচ্ছে- উট, গরু, ভড়া ও ছাগল। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “আর আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ‘মানসাক’ এর নিয়ম করে দিয়েছি; যাত তনি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ ‘আনআম’ শ্রণীর যে চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সে সবার উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।” [সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৩৪]

আয়াতে بهيمة الأنعام (বাহিমাতুল আনআম) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- উট, গরু, ভড়া ও ছাগল। আরবদের কাছে بهيمة الأنعام এর এ অর্থই পরিচিতি। এটি হাসান, কাতাদা ও আরও অনেকে অভিমত।

দুই:

শরিয়ত নির্ধারণিত বয়সে পৌঁছা। ভড়া হলে ‘জাযআ’ হওয়া (অর্থাৎ ছয়মাস পূর্ণ হওয়া)। আর অন্য শ্রণীর হলে ‘ছানয়িয়া’ হওয়া (অর্থাৎ এক বছর পূর্ণ হওয়া)। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তোমরা মুসনিনা (পূর্ণ বয়স্ক) হওয়া ছাড়া কোন প্রাণী জবাই করবে না। তবে তোমাদের জন্য কঠিন হয়ে গেলে ছয় মাস বয়সী ভড়া জবাই করতে পার”। [সহি মুসলিম]

মুসনিনা (পূর্ণ বয়স্ক) হচ্ছে- ‘ছানয়িয়া’ ও ‘ছানয়িয়া’ এর চয়ে বেশি বয়স্ক পশু। আর ‘জাযআ’ হচ্ছে- ‘ছানয়িয়া’ চয়ে কম বয়স্ক পশু।



উটরে ক্షত্রে 'ছানয়িযা' হচ্ছ- য়ে উটরে পাঁচ বছর পূরণ হয়ছে।

গরুর ক্షত্রে 'ছানয়িযা' হচ্ছ- য়ে গরুর দুই বছর পূরণ হয়ছে।

ভড়ো ও ছাগলের ক্షত্রে 'ছানয়িযা' হচ্ছ- য়ার এক বছর পূরণ হয়ছে।

আর 'জায়আ' হচ্ছ- য়ে পশুর ছয় মাস পূরণ হয়ছে।

সুতরাং উট, গরু ও ছাগলের ক্షত্রে 'ছানয়িযা' এর চয়ে কয় বয়সী পশু দিয়ে কেরবানী শুদ্ধ হবে না। আর ভড়োর ক্షত্রে 'জায়আ' এর চয়ে কয় বয়সী পশু দিয়ে কেরবানী হবে না।

তনি:

কেরবানীর পশু ঐ সব দোষ-ত্রুটি মুক্ত হওয়া য়েগেলোর কারণে কেরবানী আদায় হয় না; এমন ত্রুটি ৪টি:

- ১। চোখে স্পষ্ট ত্রুটি থাকা: য়মেন চোখ একবোর কেরবানের ভতেরে ঢুকে যাওয়া কথিবা বোতামরে মত বরে হয়ে থাকা কথিবা এমন সাদা হয়ে যাওয়া য়ে, সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় য়ে, চোখে সমস্যা আছে।
- ২। সুস্পষ্ট রুগ্নতা: য়ে রোগেরে প্রতিকরিয়ী পশুর উপরে ফুটে উঠে। য়মেন, এমন জ্বর হওয়া য়ার ফলে পশু চরতে বরে হয় না ও খাবারে ত্পতি পায় না। এমন চর্মরোগ য়া পশুর গশেত নষ্ট করে দিয়ে কথিবা স্বাস্থ্যেরে ক্షত্কিরে।
- ৩। স্পষ্ট খোঁড়া হওয়া: য়ার ফলে পশুর স্বাভাবিকি হাঁটা-চলা ব্যাহত হয়।
- ৪। এমন জীরণ-শীরণতা; য়া অস্থিরি মজ্জা নঃশে করে দিয়ে।

এ সংক্রান্ত দললি হচ্ছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেরবানীর ক্షত্রে কোন ধরণেরে পশু পরহির করতে হবে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তনি হাত দিয়ে ইংগতি করে বলেন: “চারটি: পঙ্গু; য়ার পঙ্গুত্ব স্পষ্ট, চোখে সমস্যায়ুক্ত; য়ে সমস্যা স্পষ্ট, রোগাক্রান্ত; য়ার রোগ স্পষ্ট, এবং দুর্বল; য়ার অস্থি-মজ্জা নই”। [ইমাম মালকে ‘মুয়াত্তা’ গ্রন্থে বারা বনি আযবে (রাঃ) থেকে হাদসিটি সংকলন করেন। সুনান গ্রন্থসমূহেরে অপর একটি রেওয়ায়তে এসছে তনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরে মাঝে দাঁড়িয়ে বলেন: “কেরবানীর ক্షত্রে চার ধরণেরে পশু জায়যে হবে না” এরপর তনি অনুরূপ হাদসি উল্লেখ করেন। [আলবানী ‘ইরওয়াউল গালিলি’ গ্রন্থে (১১৪৮) হাদসিটিকে সহহি বলছেন]

এ চারটি ত্রুটি থাকলে সয়ে পশু দিয়ে কেরবানী দয়ো জায়যে হবে না। এ ত্রুটিগুলোর সমপর্যায়েরে কথিবা এগুলোর চয়ে



মারাত্মক অন্য ত্রুটিসমূহকণ্ডে এ ত্রুটিগুলোর অধিকৃত করা হব। সবে রকম কছিত্রুটি নিম্নরূপ:

১। অন্ধ পশু; যবে তার দুই চোখে কছিত্রুটি দেখে না।

২। যবে পশু তার সাধ্যবে অতিরিক্ত খাবার খয়েছে; যতক্ষণ না তার তরল পায়খানা হয়ে সবে আশংকামুক্ত হয়।

৩। যবে পশু গর্ভবতী; কনিত্রুটি শংকার মধ্যবে রয়েছে; যতক্ষণ না তার শংকা দূরীভূত হয়।

৪। গলায় ফাঁস লগেবে কথিবা উপর থেকে পড়ে যবে পশু আহত হয়ে মৃত্যুপথ-যাত্রী যতক্ষণ না সবে পশু শংকামুক্ত হয়।

৫। যবে পশু কোন রোগজনিত কারণে হাঁটতে অক্ষম।

৬। সামনবে এক পা কথিবা পছিনবে এক পা করততি পশু।

এ ত্রুটিগুলো যদা পূর্বে হাদসিবে উল্লেখিত ত্রুটিগুলোর সাথে একত্রিত করা হয় তাহলে সর্বমোট ১০ টি ত্রুটি হবে; যগুলোবে কারণে কোন পশুকে কোবেবানী করা জায়বে হবে না। উল্লেখিত ৬ টি এবং ইতপূর্বে উল্লেখিত ৪ টি।

চার:

পশুটি কোবেবানীকারী মালকানাধীন হতে হবে। কথিবা শরয়িতবে পক্ষ থেকে সবে অনুমতপ্রাপ্ত হতে হবে কথিবা মালকিবে পক্ষ থেকে অনুমতপ্রাপ্ত হতে হবে। অতএব, যবে ব্যক্তি যবে পশুর মালকি নয় তার জন্য সবে পশু দয়িবে কোবেবানী দয়ো জায়বে হবে না; যমেন- ছনিতাইকৃত পশু, চুরকিত পশু কথিবা অন্যায় মামলা দয়িবে প্রাপ্ত পশু ইত্যাদি। কনেনা কোন পাপ দয়িবে আল্লাহর নকৈট্য হাছলি করা শুদ্ধ নয়।

ইয়াতমিবে অভিবাবক যদা প্রচলতি প্রথা অনুযায়ী ইয়াতমিবে সম্পদ থেকে কোবেবানী করে তাহলে সবে কোবেবানী সহি হবে; যদাও কোবেবানী করতবে না পারার কারণে ইতপূর্বে সবে ছলি ভগ্নহৃদয়।

কোন প্রতিনিধি তার নয়িগেকারী পক্ষ থেকে কোবেবানী করলে সটো সহি হবে।

পাঁচ:

কোবেবানী পশুর সাথে অন্য কারণে অধিকার যবে সম্পৃক্ত না থাকে; এ কারণে বন্ধককৃত পশু দয়িবে কোবেবানী করা জায়বে হবে না।

ছয়:



শরীয়ত নরিধারতি সময়সীমার মধ্যে পশুটকিকে কেরবানী দিতে হবে। এ সময়সীমা হচ্ছে- ঈদরে দিন ঈদরে নামাযরে পর থেকে তাশরকিরে দিনগুলোর সর্বশেষে দিনে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তাশরকিরে সর্বশেষে দিন হচ্ছে- ১৩ ই যলিহজ্জ। সুতরাং কেরবানী দয়ার সর্বমোট দিন সংখ্যা হচ্ছে- ৪ দিন। ঈদরে দিন ঈদরে নামাযরে পর থেকে পরবর্তী ৩ দিন। তাই কটে যদি ঈদরে নামাযরে আগে কংবা ১৩ ই যলিহজ্জরে সূর্যাস্তরে পরে কেরবানী করে তাহলে তার কেরবানী শুদ্ধ হবে না। দললি হচ্ছে- সহহি বুখারীতে এসছে বারা বনি আযবে (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি নামাযরে পূর্বে জবাই করছে সে তার পরবারেরে জন্য গশেত পশে করল ঠকি; কন্তু এটা কেরবানীর কছুই নয়”। জুনদুব বনি সুফয়ান আল-বাজালি (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছ উপস্থতি ছলাম; তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি নামাযরে আগে জবাই করছে সে যনে এর বদলে অন্য একটা পশু জবাই করে”। নুবাইশা আল-হুয়ালি (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তাশরকিরে দিনগুলো হচ্ছে- পানাহার ও আল্লাহর যকিরিরে দিন”। [সহহি মুসলমি]

কন্তু, কোন ওজররে কারণে কারো যদি তাশরকিরে দিনগুলোর চয়ে বশে বিলম্ব হয়ে যায় এতে কোন অসুবিধা হবে না; যমেন- অবহলো না করা সত্বেও কারো কেরবানীর পশুটি পালয়ি গেলে এবং কেরবানীর সময় শেষে হয়ে যাওয়ার পর সে পশুটি পাওয়া গেলে। কংবা যাকে কেরবানী করার দায়তিব দয়ো হয়েছিলি তিনি ভুলে গলেনে এবং এর মধ্যে কেরবানী করার সময় পার হয়ে গেলে সক্ষেতেরে সময়রে পরে জবাই করতে কোন অসুবিধা নই। এ মাসয়ালটকি কয়্যাস করা হয়েছে ঐ মাসয়ালার উপর: যে ব্যক্তি নামায না পড়ে ঘুময়ি পড়েছে কংবা নামাযরে কথা ভুলে গয়িছে সে ব্যক্তি যখন জগে উঠে কংবা তার স্মরণে পড়ে তখনি সে নামায পড়ে।

নরিধারতি দিনগুলোতে রাত্রে কংবা দিনে কেরবানীর পশু জবাই করা জায়যে হবে। তবে, দিনে জবাই করা শ্রয়ে। আর ঈদরে দিন খোতবার পর পর জবাই করা উত্তম। আগরে দিনে জবাই করা পররে দিনে জবাই করার চয়ে উত্তম। যহেতে এতে নকৌর কাজে দ্রুত সাড়া দেওয়া হয়।